SEC-2

মানবাধিকার দর্শন

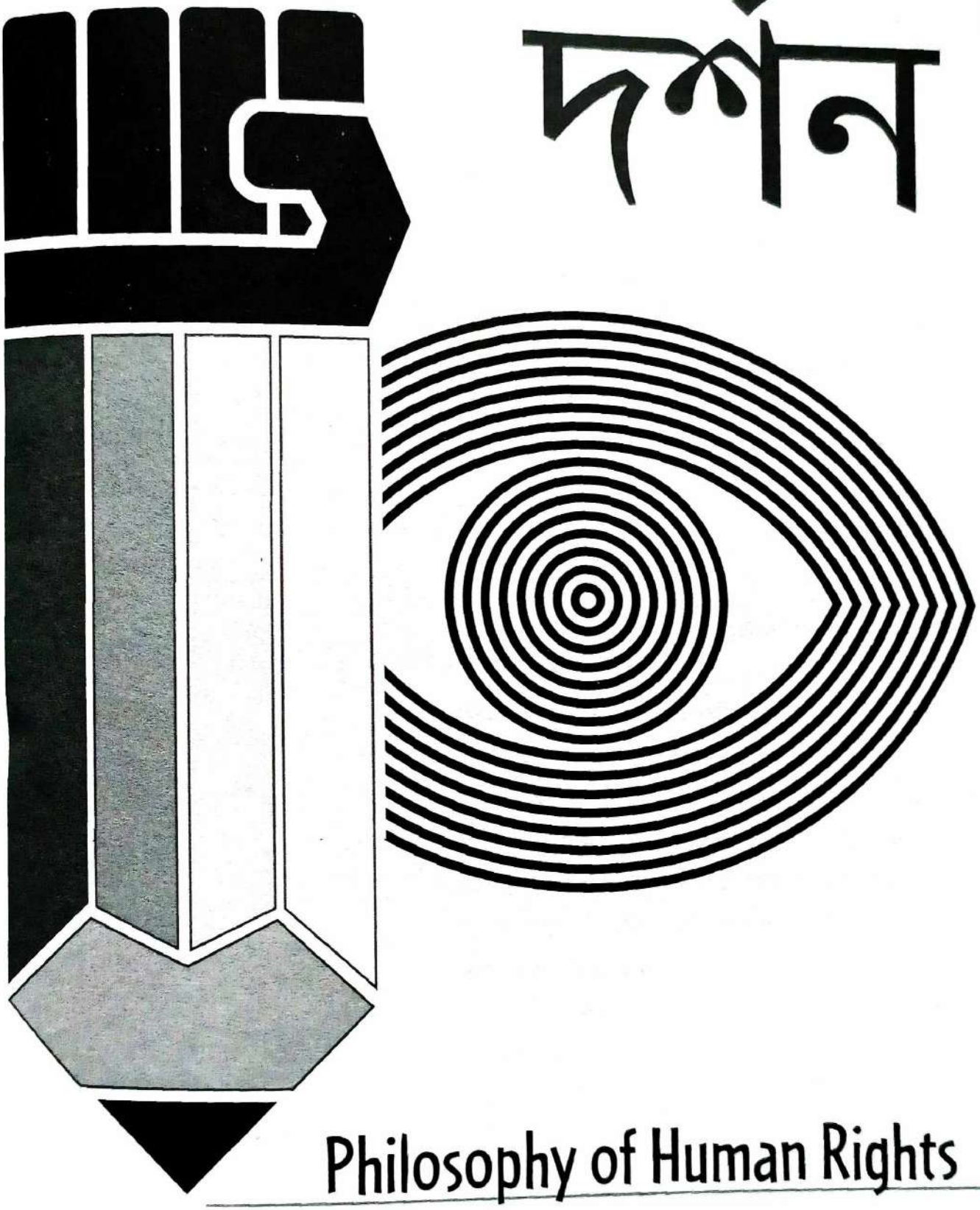

Philosophy of Human Rights

SEC 2

মানবাধিকার দর্শন

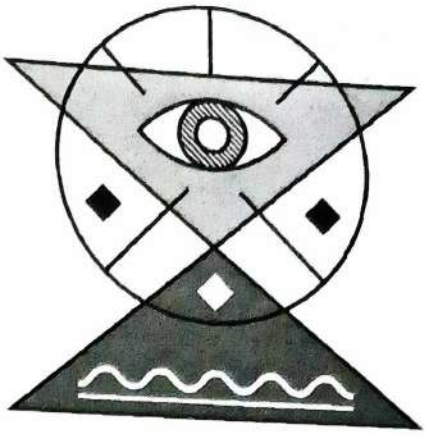

বিষয়সংক্ষেপ

• ভূমিকা

মানুষকে নিয়ে গড়ে উঠেছে মানব-সভ্যতা। মানুষের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য বৈষম্য ও পার্থক্য। যেমন—শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্য, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য, শক্তিমান ও দুর্বলদের মধ্যে পার্থক্য, শাসক ও শাসিতদের মধ্যে পার্থক্য, ক্রীতদাস ও দাসমালিকের মধ্যে পার্থক্য, রাজা ও প্রজার মধ্যে পার্থক্য, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে পার্থক্য। এ ছাড়াও রয়েছে জাতিগত, ধর্মগত, বর্ণগত পার্থক্য, এমনকি নারী-পুরুষের মধ্যেও রয়েছে বিস্তর পার্থক্য।

এই বৈষম্যের কারণেই অতি প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সবল দুর্বলকে অত্যাচার করছে, রাজা প্রজাকে নিপীড়ন করছে, দাসপ্রভু দাসদের অত্যাচার করছে, হত্যা, শাসন ও শোষণ করছে। ফলে এক শ্রেণির মানুষ সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কার্ল মার্কস এই শ্রেণিকে সর্বহারা শ্রেণি বলেছেন। কিন্তু মানুষ বাঁচতে চায়। মানুষ হিসেবে বাঁচার জন্য একটি সামাজিক পরিবেশ অপরিহার্য। এই রকম পরিবেশে মানুষ তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে। এই ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সুযোগসুবিধা। এই ব্যক্তিত্ববিকাশের সুযোগসুবিধাকে বলা হয় অধিকার। ধরে নেওয়া হয়, সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজা মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য উপযুক্ত সুযোগসুবিধা এবং মানবাধিকার প্রদান করবে।

কিন্তু বাস্তবে মানবসমাজের বৃহত্তম অংশ এই অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল। তাই তারা তাদের অধিকার অর্জনের

জন্য বারবার সংগ্রাম বা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হল তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

মানুষ শান্তি চায়, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে চায়, বাঁচতে চায়, মানুষ হিসেবে মর্যাদা চায়। মানুষের মধ্যে বিভেদ, বৈষম্য, পার্থক্য স্বাভাবিক হলেও শেষপর্যন্ত সবাই মানুষ। সবাই মানবজাতির সদস্য। তাই মানুষ হওয়ার জন্য প্রত্যেক মানুষের স্বাভাবিক জন্মগত অধিকার আছে। এই অধিকার অর্জিত নয়, এই অধিকার কেউ দান করতে পারে না বা কেউ ছিনিয়ে নিতেও পারে না। মানুষের এইরূপ অধিকারগুলিকে বলা হয় মানবাধিকার।

মানবাধিকারের ধারণা অতি প্রাচীন। বহু দার্শনিক, যথা—জন লক, রুশো, ভলতেয়ার প্রমুখ, তাঁদের লেখায় স্বাভাবিক অধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের কথা বলেছেন। 1776 খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের 'ভার্জিনিয়া বিল অব রাইটস'-এ মানবাধিকারের কথা ঘোষিত হয়েছে। পরবর্তীকালে 1789 খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের জাতীয় সভাতেও মানুষের সমানাধিকার ও স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। 1948 খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় বেশকিছু মানবাধিকার ঘোষিত হয়। পরবর্তীকালে 1966 খ্রিস্টাব্দে এই মানবাধিকারগুলি গৃহীত হয় এবং 1976 খ্রিস্টাব্দে তা কার্যকরী হয়। আজ সমগ্র বিশ্বের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে, প্রত্যেকটি রাজ্যে মানবাধিকার রক্ষার জন্য মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়েছে। আজ প্রত্যেক মানুষ মানবাধিকার রক্ষায় বদ্ধপরিকর।

কিন্তু কী এই মানবাধিকার? অর্জিত অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? মানবাধিকারের স্বরূপ কী? রাষ্ট্রসংঘের সনদে কী কী মানবাধিকার ঘোষিত হয়েছে—মানবাধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত এইসব বিষয় নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আবার, প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার, স্বাভাবিক অধিকার, মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী ও পার্থক্য কী, ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সংবিধানের প্রকৃতি, মৌলিক অধিকার ও মৌলিক কর্তব্যগুলি নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিভাগ **ক**

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 10

প্রশ্ন 1 ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটি (Preamble) কী? প্রস্তাবনাটি ব্যাখ্যা করো। 2+8

উত্তর

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা

মার্কিন সংবিধানের প্রস্তাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতীয় সংবিধানেও একটি প্রস্তাবনা সংযোজন করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে—"আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং ভারতের সমস্ত নাগরিকের জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে; চিন্তা ও মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে; অবস্থা ও সুযোগের সমতা সৃষ্টি এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তিমর্যাদা, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য সৌভ্রাতৃত্বের প্রসারকল্পে আজ 1949 সালের 26 নভেম্বর সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সংকল্প নিয়ে এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

প্রস্তাবনাটির বিশ্লেষণ

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটি বিশ্লেষণ করে পাই—

[1] **আমরা ভারতের জনগণ:** 'আমরা ভারতের জনগণ' শব্দটির অর্থ হল জনগণই প্রকৃত অর্থে সংবিধানের রচয়িতা। কেন-না গণপরিষদ হল জনগণের প্রতিনিধি এবং জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

[2] **ভারত সার্বভৌম:** ভারত স্বাধীন। তাই ভারত সার্বভৌম। ভারত কোনো বহিঃশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। তাই ভারতের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা আছে। আবার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারতের আইনই চূড়ান্ত বলে ভারতের অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতাও আছে।

[3] **ভারত সমাজতান্ত্রিক দেশ:** ভারতীয় সমাজতন্ত্র হল এমন একটি মতবাদ ও রাজনৈতিক আন্দোলন, যা সাধারণ বুর্জোয়া রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কারের সমন্বয় সাধন করেছে। এর লক্ষ্য ছিল ভারতকে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করা।

[4] **ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র:** সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকার করা হয়েছে। তাই ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

[5] **ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র:** প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, ভারতে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—গণতন্ত্রের এই তিনটি আদর্শ রূপায়িত হবে। জনগণই নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করবে। তাই ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

[6] **ভারত সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র:** ভারতে কোনো সাংবিধানিক পদ উত্তরাধিকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত নয়। এই দেশে রাষ্ট্রপতিও পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তাই ভারত সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

[7] **ন্যায়বিচার:** ভারতীয় সংবিধানে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

[8] **স্বাধীনতা:** সংবিধানের প্রস্তাবনায় নাগরিকদের চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। এই স্বাধীনতা বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ছয়প্রকার মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

[9] **সাম্য:** সংবিধানের প্রস্তাবনায় মর্যাদা ও সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের 14-18 নং ধারায় তা কার্যকরী করা হয়েছে।

[10] **ভ্রাতৃত্ববোধ:** ভারতে নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা বর্ণের মানুষ বাস করেন। তাই সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রভৃতি ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার পথে যাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে, তার জন্য ভ্রাতৃত্ববোধ সম্প্রসারণের কথা বলা হয়েছে।

মূল্যায়ন: এই প্রস্তাবনাটি ভারতীয় সংবিধানের দর্পণ, যেখানে সংবিধানের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রস্তাবনাকেই বলা হয় ভারতীয় সংবিধানের প্রাণ।

প্রশ্ন 2 **ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় যেভাবে ভারতীয় সংবিধানের দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা করো।**

◆ উত্তর

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় দর্শনের প্রতিফলন

মার্কিন সংবিধানের প্রস্তাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতীয় সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা সংযোজন করা হয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের অভিমত হল—এই প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে সংবিধানের আদর্শ ও দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে এবং সংবিধান রচয়িতাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে। প্রস্তাবনায় কীভাবে সংবিধানের দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে, তা জানার জন্য প্রস্তাবনাটি কী তা জানা প্রয়োজন। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে—"আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং ভারতের সমস্ত নাগরিকের জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে; চিন্তা ও মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে; অবস্থা ও সুযোগের সমতা সৃষ্টি এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তিমর্যাদা, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য সৌভ্রাতৃত্বের প্রসারকল্পে আজ 1949 সালের 26 নভেম্বর সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সংকল্প নিয়ে এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

ভারতীয় সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তি

সংবিধান রচয়িতাগণ সংবিধান রচনার সময় যেসব সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবধারার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, প্রস্তাবনার মধ্যে সেগুলির সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সংবিধানের প্রস্তাবনার মধ্যে গণ সার্বভৌমিকতা, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাধারণতন্ত্রের ভাবাদর্শকেই কেবল গ্রহণ করা হয়নি, সেই সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার সংকল্পও ঘোষিত হয়েছে।

উদারনীতিবাদ ও মার্কসবাদের সমন্বয়

ভারতীয় সংবিধানে উদারনীতিবাদের আদর্শ এবং মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই একদিকে যেমন উদারনীতিবাদ অনুসারে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রতিষ্ঠার

কথা সংবিধানে বলা হয়েছে, তেমনই অন্যদিকে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থার পাশাপাশি মার্কসীয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হয়েছে।

সংবিধানের আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ

প্রস্তাবনাটি সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্যে ও অভিপ্রায় বুঝতে সাহায্য করে। সাধারণভাবে প্রস্তাবনা সেই সব রাজনৈতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধগুলিকে প্রকাশ করে যেগুলি সংবিধান কার্যকর করতে আগ্রহী।

সংবিধানের অস্পষ্টতা দূরীকরণ

সংবিধানের কার্যকরী অংশের কোনো শব্দ বা বাক্যের অর্থ অস্পষ্ট থাকলে প্রস্তাবনার সাহায্যে সংশ্লিষ্ট অংশের অর্থ পরিষ্কার করে নেওয়া যায়।

মূল্যায়ন: সুতরাং, সংবিধানের প্রস্তাবনা হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এটি হল সংবিধানের প্রাণ, সংবিধানের মর্মবস্তু উপলব্ধি করার চাবিকাঠি। সংবিধানে সন্নিবিষ্ট একটি মহামূল্যবান রত্ন বলা চলে সংবিধানের প্রস্তাবনাকে। এই প্রস্তাবনার মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের দর্শন, আদর্শ, লক্ষ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন 3 **অধিকার কাকে বলে? আইনগত অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো।** 4+6

উত্তর

অধিকার

কোনো ব্যক্তির পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোই হল মানবজীবনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন অনুকূল সুযোগসুবিধা। এই অনুকূল সুযোগসুবিধাগুলি অর্থাৎ, ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনে সহায়ক সুযোগগুলি যদি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়, তবে তাকে বলা হয় অধিকার। এই অধিকারগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তা হল—

[1] **আইনগত অধিকার:** যে সকল অধিকার মানুষ অর্জন করে এবং যে অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত, সেই অধিকারগুলিকে বলা হয় আইনগত অধিকার।

উদাহরণ—রাজনৈতিক অধিকার, পৌর অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, শিক্ষা-সংস্কৃতির অধিকার ইত্যাদি হল আইনগত অধিকার।

[2] **মানবাধিকার:** জাতিধর্মবর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে যে সমস্ত অধিকার কেবল জন্মসূত্রে মানুষ হওয়ার জন্যই পৃথিবীর সকল জনগণ ভোগ করার অধিকারী, সেই সকল অধিকারকে বলে মানবাধিকার।

উদাহরণ—[a] প্রত্যেক ব্যক্তি, স্বাধীনভাবে ও নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকারী। [b] কোনো মানুষের প্রতি অমানবিক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা। [c] আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান ও সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকারী। [d] প্রত্যেক ব্যক্তি নিরপেক্ষ বিচার পাওয়ার অধিকারী। [e] কারোর ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় নিষেধাজ্ঞা।

আইনগত অধিকার ও মানবাধিকারের পার্থক্য

আইনগত অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্যগুলি হল—

[1] **অধিকার প্রাপ্তির দিক থেকে পার্থক্য:** আইনগত অধিকারগুলি মানুষ বহু সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জন করেছে। তাই আইনগত অধিকারগুলি অর্জিত।

অপরপক্ষে, মানবাধিকারগুলি কেবল মানুষ হওয়ার জন্যই জনগণ জন্মসূত্রে স্বাভাবিকভাবে অর্জন করে। তাই মানবাধিকার সহজাত, জন্মগত।

[2] **অনুমোদনের দিক থেকে পার্থক্য:** আইনগত অধিকারগুলি রাষ্ট্রের আইন দ্বারা স্বীকৃত, অনুমোদিত ও সংরক্ষিত।

অপরপক্ষে, মানবাধিকারগুলি রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র দ্বারা সনদে অনুমোদিত ও বিধিবদ্ধ।

[3] **বিচার ও বলবতের দিক থেকে পার্থক্য:** আইনগত অধিকারগুলি লঙ্ঘিত হলে রাষ্ট্রের আদালত তার বিচার করে অধিকারগুলিকে বলবৎ করে।

অপরপক্ষে, মানবাধিকারগুলি লঙ্ঘিত হলে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে তা বিচার ও বলবৎ করা হয়।

[4] **সর্বজনীনতার দিক থেকে পার্থক্য:** আইনগত অধিকারগুলি সর্বজনীন নয়। এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন—ভারতে যা আইনগত অধিকার তা বাংলাদেশ রাষ্ট্রে আইনগত অধিকার নাও হতে পারে।

অপরপক্ষে, মানবাধিকারগুলি সর্বজনীন, কারণ, এই অধিকারগুলি পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সকল মানুষের অধিকার।

[5] **হরণযোগ্যতার দিক থেকে পার্থক্য:** আইনগত অধিকারগুলি যেহেতু রাষ্ট্র অনুমোদন ও সংরক্ষণ করে এবং নাগরিকদের প্রদান করে, তাই প্রয়োজন হলে ওই অধিকারগুলি রাষ্ট্র হরণও করতে পারে। যেমন—কোনো রাষ্ট্র তার নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করে এবং প্রয়োজন হলে আবার তা হরণও করতে পারে।

অপরপক্ষে, মানবাধিকার যেহেতু কেউ প্রদান করে না সেহেতু তা কেউ হরণও করতে পারে না।

[6] **স্বীকৃতির দিক থেকে পার্থক্য:** আইনগত অধিকারগুলি প্রত্যেক রাষ্ট্র অনুমোদন ও স্বীকার করে এবং সংবিধানে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করে।

অপরপক্ষে, মানবাধিকারগুলি 1948 খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ঘোষিত হয়েছে এবং সনদে 30টি ধারায় তা লিপিবদ্ধ হয়ে সংরক্ষিত হয়েছে।

মূল্যায়ন: সুতরাং, আইনগত অধিকার ও মানবাধিকারগুলির মধ্যে প্রকৃতিগত ক্ষেত্রে, সার্বিকতার ক্ষেত্রে, প্রয়োগের ক্ষেত্রে ও বলবৎকরণের ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন 4 **স্বাভাবিক অধিকার (Natural Right), মৌলিক অধিকার (Fundamental Right) এবং মানবাধিকার (Human Right) বলতে কী বোঝ? স্বাভাবিক অধিকার, মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে সম্বন্ধ কী?** 2+2+2+4

উত্তর

স্বাভাবিক অধিকার, মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকার

জলহীন মাছ যেমন বাঁচতে পারে না তেমনই অধিকারহীন মানুষও বাঁচতে পারে না। মানুষ বাঁচতে চায়, তার বাঁচার জন্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে চায়। ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজন অনুকূল সুযোগসুবিধা। এই সুযোগসুবিধা যখন রাষ্ট্র বা সমাজ বা আন্তর্জাতিক সংস্থা স্বীকার করে অনুমোদন করে, তখন তাকে বলা হয় অধিকার। অধিকার মানবসভ্যতার ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ফসল। প্রকৃতিভেদে এই ক্রমবিবর্তনের ধারায়

অধিকারের তিনটি রূপ লক্ষ করা যায়। তা হল—[1] স্বাভাবিক অধিকার (Natural Right), [2] মৌলিক অধিকার [Fundamental Right], [3] মানবাধিকার [Human Right]।

স্বাভাবিক অধিকার

যে অধিকার মানুষ জন্মসূত্রে অর্জন করেছে, যে অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের প্রয়োজন নেই, যে অধিকারের ওপর রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না, যা স্বাভাবিক, অপরিহার্য, চিরন্তন ও অবাধ, সেই অধিকারকে বলা হয় স্বাভাবিক অধিকার। যেমন—লকের মতে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার হল স্বাভাবিক অধিকার।

মৌলিক অধিকার

মৌলিক অধিকার হল নাগরিকদের এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার যা ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে না এবং যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত এবং আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য। মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি হল—সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার, শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

মানবাধিকার

জাতিধর্মবর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে যে সমস্ত অধিকার কেবল জন্মসূত্রে মানুষ হওয়ার জন্যই পৃথিবীর সকল জনগণ ভোগ করার অধিকারী, সেই সকল অধিকারকে বলে মানবাধিকার। যেমন—প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনভাবে ও নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকার হল একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার।

স্বাভাবিক অধিকার, মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের সম্বন্ধ

এই তিনপ্রকার অধিকার মানুষের বাঁচার জন্য, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, এবং ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু এই তিনপ্রকার অধিকারের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্যও লক্ষ করা যায়। যেমন—

[1] **রাষ্ট্রীয় অনুমোদন সংক্রান্ত পার্থক্য:** স্বাভাবিক অধিকার ও মানবাধিকার উভয়ই মানুষ জন্মসূত্রে অর্জন করে। এই অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

অপরপক্ষে, মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন অপরিহার্য। এটি জন্মসূত্রে অর্জিত নয়।

[2] **সার্বিকতা সংক্রান্ত পার্থক্য:** স্বাভাবিক অধিকার ও মানবাধিকার হল সার্বিক, অর্থাৎ এই অধিকার রাষ্ট্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় না। পৃথিবীর সকল মানুষের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক অধিকার ও মানবাধিকার সমান।

অপরপক্ষে, মৌলিক অধিকার সার্বিক নয়। কেন-না রাষ্ট্রভেদে মৌলিক অধিকার ভিন্ন ভিন্ন হয়।

[3] **রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুমোদন সংক্রান্ত পার্থক্য:** স্বাভাবিক অধিকারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না।

অপরপক্ষে, মানবাধিকারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। আর মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

[4] **হরণযোগ্যতা সংক্রান্ত পার্থক্য:** স্বাভাবিক অধিকার ও মানবাধিকার হরণযোগ্য নয়।

অপরপক্ষে, মৌলিক অধিকার হরণযোগ্য। কোনো কোনো রাষ্ট্র জরুরি অবস্থায় তার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণ করতে পারে।

[5] **আইনের সমর্থন সংক্রান্ত পার্থক্য:** স্বাভাবিক অধিকার ও মানবাধিকারের পিছনে কোনো আইনের সমর্থন নেই।

অপরপক্ষে, মৌলিক অধিকারের পিছনে আইনের সমর্থন আছে।

মূল্যায়ন: সুতরাং, স্বাভাবিক অধিকারগুলি যখন রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়, তখন তা মৌলিক অধিকারের স্তরে উন্নীত হয়। আবার স্বাভাবিক অধিকারগুলি যখন আন্তর্জাতিক সংস্থা রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতি পায় তখন তা মানবাধিকারের মর্যাদা লাভ করে। তাই স্বাভাবিক অধিকার হল মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের ভিত্তি।

বিভাগ খ

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 5

প্রশ্ন 1 মানবাধিকার কাকে বলে? মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো। 2+3

উত্তর

মানবাধিকার

ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করাই হল মানবজীবনের উদ্দেশ্য। এর জন্য প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ। রাষ্ট্র ও সমাজ এই অনুকূল সুযোগসুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাই রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল সুযোগসুবিধাকে বলা হয় অধিকার। এই অধিকার অর্জিত ও জন্মগত-দুরকমই হতে পারে। এদের মধ্যে জন্মগত অধিকারই হল মানবাধিকার।

জাতিধর্মবর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে যে সমস্ত অধিকার কেবল জন্মসূত্রে মানুষ হওয়ার জন্যই পৃথিবীর সকল জনগণ ভোগ করার অধিকারী, সেই সকল অধিকারকে বলে মানবাধিকার। যেমন—প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনভাবে ও নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকার হল মানবাধিকার।

মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য

মানবাধিকারের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

[1] **মূল্যবোধ:** 'প্রত্যেক মানুষ সমান। মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা উচিত।'—এই মূল্যবোধ থেকে মানবাধিকারের ধারণার উৎপত্তি হয়েছে।

[2] **জন্মগত:** মানবাধিকার অর্জিত নয়, জন্মগত। এটি কোনো ব্যক্তির বা রাষ্ট্রের দয়ার দান নয়, তাই কারোর তা হরণের অধিকার নেই।

[3] **সার্বিক ও সর্বজনীন:** মানবাধিকার সার্বিক ও সর্বজনীন। অর্থাৎ, স্থান-কাল-পাত্র, ধর্মবর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবারই সমান অধিকার।

[4] **মনুষ্যত্বকে সম্মান:** এই অধিকার মানুষের মনুষ্যত্বকে সম্মান জানায়।

[5] **মানবকল্যাণ:** মানবাধিকার সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত।

[6] **সাধারণ অধিকার:** মানবাধিকার সকল মানুষের এবং কেবল মানুষেরই সাধারণ অধিকার।

[7] **সমভাবে প্রযোজ্য:** মানবাধিকারের ক্ষেত্রে কোনো ক্রমোচ্চ পর্যায় নেই। সকল মানুষের ক্ষেত্রে মানবাধিকার সমানভাবে প্রযোজ্য হয়।

[8] **নিরপেক্ষ ও সার্বভৌম:** মানবাধিকার নিরপেক্ষ ও সার্বভৌম। কেন-না মানবাধিকার কোনো শর্ত ছাড়াই সকল মানুষের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

[9] **শক্তিশালী:** যা কিছু নীতিগতভাবে সকল মানুষ দাবি করতে পারে সেই নৈতিক দাবিগুলির মধ্যে মানবাধিকারই হল সবচেয়ে শক্তিশালী দাবি।

মূল্যায়ন: মানবাধিকারের স্বীকৃতিস্বরূপ 1948 খ্রিস্টাব্দের 10 ডিসেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভাতে 30 টি ধারায় মানবাধিকার ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রশ্ন 2 মানবাধিকারের প্রয়োজনীয়তা লেখো।

উত্তর

মানবাধিকারের প্রয়োজনীয়তা

মানবাধিকারের প্রয়োজনীয়তাগুলি হল—

[1] **বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা:** বিশ্বের লক্ষ্য হল বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা। মানবগোষ্ঠীর প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত মর্যাদা ও প্রত্যেকের সমান অধিকারসমূহের স্বীকৃতির উপর নির্ভর করছে পৃথিবীতে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা। তাই পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য মানবাধিকার স্বীকারের প্রয়োজন।

[2] **সম্মানদান:** মানবাধিকারের প্রতি অসম্মান ও অবজ্ঞার ফলেই পৃথিবীতে চরম বর্বরোচিত ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়েছে, যা মানুষের বিবেককে লাঞ্ছিত করেছে। সেই কারণে সকল মানুষ মত প্রকাশ ও ধর্ম বিশ্বাসের সমান স্বাধীনতা ভোগ করবে। এইরূপ বিশ্বব্যবস্থার সৃষ্টিই উচ্চতম আদর্শ বলে বিবেচিত হয়েছে।

[3] **সুসম্পর্ক স্থাপন:** বিভিন্ন জাতির মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনে মানবাধিকার স্বীকার করা প্রয়োজন।

[4] **সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান:** একজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অন্যজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মতোই মূল্যবান। একজনের আত্মবিকাশের স্বাধীনতা অপর ব্যক্তির স্বাধীনতার মতোই সমান মূল্যবান। সুতরাং, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার প্রতি সব মানুষের সমান অধিকার আছে। তাই এই সর্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মানবাধিকার প্রয়োজন।

[5] **স্বাধীনতাদান:** যদি কোনো মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার অধিকার থাকে এবং তা উপভোগ করা যদি সবার কাছে সমান মূল্যবান হয়, তাহলে এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা লাভ করা এবং উপভোগ করা হবে মানুষের অধিকার। আর ওই অধিকার থেকে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা হবে যুক্তিহীন ও অনৈতিক।

মূল্যায়ন: সুতরাং, মানবজাতির বিকাশ ও প্রগতির জন্য আজ পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র মানবাধিকার সংরক্ষণ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। তাই 1948 খ্রিস্টাব্দের 10 ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভাতে 30টি ধারায় মানবাধিকার আইন ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রশ্ন 3 রাষ্ট্রসংঘের সনদে ঘোষিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার উল্লেখ করো।

উত্তর

রাষ্ট্রসংঘের সনদে ঘোষিত মানবাধিকার

মানবাধিকার আজ প্রত্যেক মানুষকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রত্যেক রাষ্ট্র মানবাধিকার সংরক্ষণ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। 1948 খ্রিস্টাব্দের 10 ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভাতে 30টি ধারায় মানবাধিকার আইন ঘোষিত হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের সনদে ঘোষিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার হল—

[1] প্রত্যেক মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন। মর্যাদা ও অধিকারের দিক থেকে সকল মানুষ সমান।

[2] ঘোষিত সব অধিকার ও স্বাধীনতার উপর সব মানুষের সমান অধিকার রয়েছে।

[3] প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনভাবে ও নিরাপদে বাঁচার অধিকার আছে।

[4] সব রকম দাস ও দাসবৃত্তির ব্যবস্থা নিষিদ্ধ।

[5] কোনো মানুষের প্রতি অমানবিক ব্যবহার নিষিদ্ধ।

[6] আইন দ্বারা মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার সর্বত্র সব মানুষের আছে।

[7] আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান ও সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকারী।

[8] মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে জাতীয় আইনের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রতিকারের অধিকারী।

[9] ইচ্ছামতো কাউকে গ্রেফতার বা দেশান্তরিত করা যাবে না।

[10] প্রত্যেক ব্যক্তি নিরপেক্ষ বিচার পাওয়ার অধিকারী।

[11] কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

[12] প্রত্যেক ব্যক্তি নাগরিকতা লাভের অধিকারী।

[13] প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সংস্কৃতির অধিকার, বিবাহ করার অধিকার ও বিবাহবিচ্ছেদ করার অধিকার আছে।

[14] প্রতিটি মানুষের বিশ্রামের ও অবসর বিনোদনের অধিকার আছে।

[15] প্রতিটি মানুষের কাজের অধিকার আছে ও সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার আছে।

মূল্যায়ন: বর্তমানে বিশ্বের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে মানবাধিকার যাতে লঙ্ঘিত না হয় তা লক্ষ করার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন 4 মানবাধিকারের ধারণার ক্রমবিকাশ সংক্ষেপে আলোচনা করো।

◆ উত্তর

মানবাধিকারের ধারণার ক্রমবিকাশ

মানবাধিকার হল এমন অধিকার, যা ছাড়া মানুষ মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে না। অতি প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানবসভ্যতার ইতিহাস হল মানুষের অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রামের ইতিহাস। সমাজের মুষ্টিমেয় প্রভুত্বকারী মানুষ অন্য সব মানুষকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এ ছাড়া যথেচ্ছ শাসন, অত্যাচার, নিপীড়ন, হত্যা করেছে এবং মানুষকে তাদের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করেছে। তাই এই অন্যায়-অবিচার, শাসন, শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়ন এবং অন্যান্য বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুগে যুগে মানুষ তাদের প্রাপ্য অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেছে। এই দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে মানুষ আজ মানবাধিকার অর্জন করেছে। 1948 খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘের সনদে মানবাধিকারগুলি আইনি স্বীকৃতি লাভ করেছে। মানবাধিকারের ধারণার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে নীচে বর্ণনা করা হল—

[1] **নবজাগরণের যুগে মানবাধিকার:** ইউরোপে নবজাগরণের পূর্বে মানুষ সকলপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। দাস সমাজব্যবস্থায়, রাজতন্ত্রে নির্বিচারে মানুষকে হত্যা করা হত। একমাত্র নবজাগরণের যুগে মানুষের মর্যাদার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মানুষের অহস্তান্তরযোগ্য অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ ঘোষণা করা হয়।

[2] **মধ্যযুগে মানবাধিকার:** মধ্যযুগে মানুষ তাদের মৌলিক অধিকারগুলি অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেছে। সংগ্রামের ফলে অধিকারগুলি তারা কালক্রমে লিখিত ও আইনসিদ্ধভাবে অর্জন করেছে। যেমন—1215

খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের ম্যাগনাকার্টা বা মহাসনদ, 1628 খ্রিস্টাব্দে অধিকারের দাবি সনদ, 1689 খ্রিস্টাব্দে অধিকারের বিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সে 1789 খ্রিস্টাব্দে দেশের মানুষ ও নাগরিকদের অধিকার ঘোষিত হয়েছে। 1791 খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও অধিকারের বিল ঘোষিত হয়েছে।

[3] **আধুনিক যুগে মানবাধিকার:** সাম্রাজ্যবাদের যুগে পরাধীন জাতিগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অমানবিক, পাশবিক অত্যাচার করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মানুষের উপর এই নৃশংস অত্যাচার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে ব্যথিত করেছে। অমানবিক নাৎসি অত্যাচারের অভিজ্ঞতা মানুষ অর্জন করেছে। এর ফলে সমগ্র বিশ্বে মানবাধিকার সংরক্ষণের পক্ষে আন্দোলন শুরু হয়। যার ফলস্বরূপ 1948 খ্রিস্টাব্দের 10 ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সনদে 30টি ধারায় মানবাধিকার ঘোষণা করা হয়েছে। যা পরবর্তীকালে আইনি স্বীকৃতি লাভ করে।

[4] **সমসাময়িক যুগে মানবাধিকার:** রাষ্ট্রসংঘের সনদে মানবাধিকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করার পরেও বিভিন্ন রাষ্ট্র তা লঙ্ঘন করছিল। তাই মানবাধিকারের সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের চাপে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠন করে। কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে এই কমিশন তার বিচার করবে। বর্তমানে মানবাধিকারকে প্রত্যেক রাষ্ট্র স্বীকার করলেও মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেনি। এর ফলে মানবাধিকার সম্পর্কে আইনি দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারেনি।

মূল্যায়ন: যতদিন বিশ্বে খাদ্য, বাসস্থান ও শিক্ষার অভাব থাকবে ততদিন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে সকলপ্রকার বৈষম্য দূর করতে হবে।

প্রশ্ন 5 টমাস হবসের মতানুসারে প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর

টমাস হবসের মতানুসারে প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার

টমাস হবস তাঁর 'লেভিয়াথান' গ্রন্থে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত 'সামাজিক চুক্তি' মতবাদে রাজ্যের মানুষের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার সম্বন্ধে টমাস হবসের মত হল—

[1] **প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তি:** প্রাক্-সামাজিক যুগে, প্রাক্-রাষ্ট্রীয় যুগে মানুষ প্রকৃতি রাজ্যে বসবাস করত। হবসের মতে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে স্বার্থপর, কলহপ্রিয়, লোভী, ধূর্ত, শঠ, নির্দয় ও আক্রমণমুখী। এই জন্য প্রাকৃতিক অবস্থায় যে যাকে পারত হত্যা করত, লুণ্ঠন করত, প্রত্যেকে ছিল প্রত্যেকের শত্রু। সবসময়ই সকলের সঙ্গে সকলের যুদ্ধ লেগে থাকত। এইরূপ প্রকৃতি রাজ্যে প্রাকৃতিক আইন ছিল 'জোর যার মুলুক তার'।

[2] **প্রাকৃতিক আইনের প্রকৃতি:** প্রাকৃতিক আইনের সৃষ্টিকর্তা, প্রয়োগকর্তা, নিয়ন্ত্রণকর্তা নেই। এই আইনের উৎস মানুষের প্রকৃতি। মানুষের সংঘাতপূর্ণ অনিশ্চিত জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত প্রাকৃতিক আইন। প্রাকৃতিক আইন হল আত্মরক্ষার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুনের সমষ্টি।

আত্মসংরক্ষণের জন্য মানুষের যে-কোনো কাজ করার স্বাধীনতা ছিল। যা আত্মসংরক্ষণের পক্ষে ক্ষতিকর কাজ তা সম্পাদন করা থেকে এই আইন মানুষকে বিরত করত। ফলে প্রকৃতি রাজ্যে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য হানাহানি, কাটাকাটি, যুদ্ধ ও লুণ্ঠন করত। প্রাকৃতিক আইন ছিল সম্পূর্ণরূপে বন্য অরাজকতার আইন।

[4] **প্রাকৃতিক অধিকারের স্বরূপ:** হবসের মতে প্রাকৃতিক অধিকার হল আত্মসংরক্ষণের প্রয়োজনে ব্যক্তির যে-কোনো কাজের অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতামূলক, নাশকতামূলক, ষড়যন্ত্রমূলক, অপরহরণমূলক, হত্যামূলক কাজের স্বাধীনতা। নিজের ক্ষমতাবলে যে যতটুকু সুযোগসুবিধা ভোগ করতে পারত ততটুকুই ছিল তার প্রাকৃতিক অধিকার। এই অবস্থায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের শত্রু ছিল। ফলে মানুষের জীবন ছিল নিঃসঙ্গ, কদর্য, পাশবিক ও ক্ষণস্থায়ী।

[5] **প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য:** প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার উভয়ই মানুষের আত্মসংরক্ষণের উপায় হলেও এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রাকৃতিক আইন হল সংহতিমূলক উপায়। অপরপক্ষে, প্রাকৃতিক অধিকার সংহতিবিনাশী ধ্বংসমূলক উপায়। প্রাকৃতিক অধিকারের কারণে প্রকৃতি রাজ্যে মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, হত্যা, লুণ্ঠন লেগেই থাকত। এই ভয়ের বাতাবরণে মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল অনিশ্চিত।

মূল্যায়ন: এইভাবে হবস রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক চুক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এর ভিত্তি হিসেবে প্রকৃতি রাজ্যের সম্বন্ধ নির্ণয় করার কথাও তিনি বলেছেন। আর এই সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের স্বরূপ তিনি প্রকাশ করেছেন।

প্রশ্ন 6 **জন লকের মতানুসারে স্বাভাবিক আইন (Natural Law) এবং স্বাভাবিক অধিকার (Natural Right) সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করো।**

♦ উত্তর

জন লকের মতানুসারে স্বাভাবিক আইন এবং স্বাভাবিক অধিকার

জন লক তাঁর 'টু ট্রিটিজ অফ সিভিল গভর্নমেন্ট' গ্রন্থে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত 'সামাজিক চুক্তি' মতবাদে প্রকৃতি রাজ্যের মানুষের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে স্বাভাবিক আইন ও স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন।

স্বাভাবিক আইন এবং স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে জন লক বলেছেন—

[1] **স্বাভাবিক আইনের ভিত্তি:** লকের মতে মানুষ প্রাক্-রাষ্ট্রীয় অবস্থায় প্রকৃতি রাজ্যে বসবাস করত। এই অবস্থায় মানুষ সামাজিক জীবনযাপন করত। মানুষ হল সামাজিক ও সহানুভূতিসম্পন্ন জীব। ফলে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ সুখে, শান্তিতে ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বসবাস করত। প্রাকৃতিক অবস্থায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকত। এইরূপ প্রাকৃতিক অবস্থায় ন্যায়, বিবেক ও যুক্তির অনুশাসন ছিল স্বাভাবিক আইন।

[2] **স্বাভাবিক আইনের প্রকৃতি:** স্বাভাবিক আইনের সৃষ্টিকর্তা, প্রয়োগকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকর্তা নেই। লকের মতে এই আইনের উৎস মানুষের বিবেক, মানুষের বিচারবুদ্ধি। এই আইন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যার উদ্দেশ্য সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। লকের মতে, স্বাভাবিক আইন স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ছিল না। এই আইনকে বলবৎ করার জন্য কোনো কর্তৃপক্ষ ছিল না এবং ছিল না এই আইনকে ব্যাখ্যা ও রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থা।

[3] **স্বাভাবিক অধিকারের স্বরূপ:** লকের মতে প্রাক্-রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বাভাবিক আইনের লক্ষ্য হল সাম্য প্রতিষ্ঠা। তাই সকল মানুষের সমান অধিকার ও স্বাধীনতা ছিল স্বাভাবিক অধিকারের স্বরূপ। সকল মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর সমান অধিকার ছিল। পশু শিকারের মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ করে সবাই সমানভাগে ভাগ করে খেত। সেই সমাজে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল। সমাজে সুখ এবং শান্তিও বজায় ছিল।

[4] **স্বাভাবিক অধিকার ভোগ ছিল অনিশ্চিত:** লকের মতে প্রাক্-রাষ্ট্রীয় জীবনে সকলের সমান অধিকার ছিল। কিন্তু সমান অধিকার ভোগের সুযোগসুবিধা থাকলেও স্বাভাবিক স্বাধীনতা, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত ছিল না। কেন-না এই অবস্থায় শাসন, আইন ও বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের অভাব ছিল। তাই স্বাভাবিক অধিকার রক্ষার জন্য, শাসন, আইন ও বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মানুষ পরস্পর চুক্তি করল। প্রথম চুক্তি করে তারা রাষ্ট্র সৃষ্টি করল। দ্বিতীয় চুক্তি করে তারা রাজা সৃষ্টি করল আর রাজাকে শর্তসাপেক্ষে ক্ষমতা প্রদান করল। শর্তে বলা হল সেই রাজা প্রজাদের জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার রক্ষা করবে।

মূল্যায়ন: এইভাবে জন লক তাঁর সামাজিক চুক্তি মতবাদে স্বাভাবিক আইন ও স্বাভাবিক অধিকারের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্ন 7 **স্বাভাবিক অধিকার কাকে বলে? স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে হবস, লক, রুশো, টমাস পেইন, বেন্থাম প্রমুখ দার্শনিকের অভিমত আলোচনা করো। স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্বটির সমালোচনা করো।** 1+2+2

◆ উত্তর

স্বাভাবিক অধিকার

জলহীন মাছ যেমন বাঁচতে পারে না, তেমনই অধিকারহীনভাবে মানুষও বাঁচতে পারে না। কতকগুলি অধিকার নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে। এই সহজাত অধিকারগুলি হল স্বাভাবিক অধিকার। অর্থাৎ যে অধিকার মানুষ জন্মসূত্রে অর্জন করেছে, যে অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের প্রয়োজন নেই, যে অধিকারের উপর রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং যা স্বাভাবিক, অপরিহার্য, চিরন্তন ও অবাধ, সেই অধিকারকে বলা হয় স্বাভাবিক অধিকার।

স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকদের অভিমত

স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকদের অভিমত হল—

হবসের অভিমত: হবসের মতে, স্বাভাবিক অধিকার হল নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে প্রত্যেকের নিজস্ব ধারণা অনুসারে যা খুশি করার অবাধ স্বাধীনতা।

লকের অভিমত: লকের মতে, মানুষ স্বাভাবিক অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার হল স্বাভাবিক অধিকার। রাষ্ট্রসৃষ্টির ফলে স্বাভাবিক অধিকারের কোনো ক্ষতি হয়নি।

রুশোর অভিমত: রুশোর মতে, মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীনতা। কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলাবদ্ধ। স্বাভাবিক অধিকার হল সমষ্টিগত ইচ্ছা (General Will)। এই সমষ্টিগত ইচ্ছাই হল জীবন ও স্বাধীনতা।

টমাস পেইনের অভিমত: টমাস পেইনের মতানুসারে, স্বাভাবিক অধিকারগুলি হল স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার ও অত্যাচার প্রতিরোধের অধিকার। ফ্রান্স ও আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণায় স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্বের বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বেন্থামের অভিমত: বেন্থাম স্বাভাবিক অধিকার বলতে, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগসুবিধাকে বুঝিয়েছেন। ব্যক্তিত্ববিকাশের স্বাধীনতা হল মৌলিক বা স্বাভাবিক অধিকার।

স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্বের সমালোচনা

স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্বটি সমর্থনযোগ্য কিনা তা আলোচিত হল—

[1] **রাষ্ট্রনিরপেক্ষ অধিকার হয় না:** রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত স্বত্বকে অধিকার বলা হয়। রাষ্ট্রনিরপেক্ষ অধিকার অবাস্তব। স্বাভাবিক অধিকার রাষ্ট্রনিরপেক্ষ। তাই স্বাভাবিক অধিকার অবাস্তব।

[2] **অধিকার শাশ্বত হতে পারে না:** সমাজ সতত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারও পরিবর্তিত হয়। স্বাভাবিক অধিকার অপরিবর্তনশীল। তাই তা অধিকার হতে পারে না।

[3] **মার্কসের মত:** মার্কসের মতে, স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব। স্বাভাবিক অধিকারের নীতি স্বীকার করে নিলে সমাজে মুষ্টিমেয় শোষক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, যা স্বাভাবিক অধিকারের পরিপন্থী। তাই স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্ব সন্তোষজনক অথবা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন 8 মৌলিক অধিকার কাকে বলে? ভারতীয় সংবিধানে কতপ্রকার মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে? মৌলিক অধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? 1+2+2

উত্তর

মৌলিক অধিকার

মৌলিক অধিকার হল নাগরিকদের এমন কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, যা ব্যতিরেকে ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিত্ববিকাশ ঘটাতে পারে না এবং যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত, পরিলক্ষিত ও আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য হয়ে থাকে।

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারসমূহ

ভারতীয় সংবিধানে 6 প্রকার মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সেগুলি হল—[1] সাম্যের অধিকার, [2] স্বাধীনতার অধিকার, [3] শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, [4] ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, [5] শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার এবং [6] শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

মৌলিক অধিকারের বৈশিষ্ট্য

মৌলিক অধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

[1] **অপরিহার্যতা:** মৌলিক অধিকারগুলি নাগরিকদের জন্য অপরিহার্য। কেন-না এই অধিকার ছাড়া ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ববিকাশ ঘটাতে পারে না।

[2] **লিখিত:** মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানে লিখিতভাবে আছে। তাই তা সংরক্ষিত আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত।

[3] **আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য:** মৌলিক অধিকারগুলি লঙ্ঘিত হলে আদালতে প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে। কেবল জটিল দুষ্পরিবর্তনীয় পদ্ধতিতে মৌলিক অধিকার সংশোধন করা যায়।

[4] **সীমিত:** মৌলিক অধিকারগুলি অবাধ নয়। রাষ্ট্র এই অধিকারের উপর যুক্তিসম্মত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। মৌলিক অধিকারগুলি হস্তান্তরযোগ্য নয়।

মূল্যায়ন: মৌলিক অধিকারের এই অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি তাকে সাধারণ অধিকার থেকে পৃথক করেছে।

প্রশ্ন 9 ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

উত্তর

ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার। ভারতীয় সংবিধানের 25-28 নং ধারাতে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। 1976 খ্রিস্টাব্দে 42তম সংবিধান সংশোধন করে

প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি সংযোজন করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ থাকবে, সকল ধর্মকে সমান মর্যাদা প্রদান করবে এবং কোনো বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা প্রদান করবে না।

ধর্মীয় স্বাধীনতার বিভিন্ন ধারা

ধর্মীয় স্বাধীনতার বিভিন্ন ধারাগুলি হল—

25(1) নং ধারায় ধর্মপালন ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা।

25(2) নং ধারায় যুক্তিসম্মত বিধিনিষেধ আরোপ

জনশৃঙ্খলা, নীতিবোধ, মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনে এবং সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র এই অধিকারের উপর যুক্তিসম্মত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

26 নং ধারায় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত

ধর্মীয় সম্প্রদায় ধর্মের জন্য সংস্থা স্থাপন, সম্পত্তি অর্জন ও ভোগদখল করতে পারবে। কিন্তু জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা, জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য রাষ্ট্র এই অধিকারের উপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

27 নং ধারায় ধর্মীয় কর আদায়ের উপর বাধানিষেধ

ধর্ম প্রচার ও ধর্মস্থান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো ব্যক্তিকে কর প্রদান করতে বাধ্য করা যাবে না।

28 নং ধারাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধকরণ

সম্পূর্ণরূপে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্ম বিষয়ক শিক্ষা দান করা যাবে না।

মূল্যায়ন: ভারত সব ধর্মের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ায় ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ভারতবাসীর গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রশ্ন 10 **ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত সাম্যের অধিকারটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।**

উত্তর

ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত সাম্যের অধিকার

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত সাম্যের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার। সাম্যের অধিকার হল রাষ্ট্র, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান সুযোগসুবিধার অধিকার। ভারতীয় সংবিধানে 14-18 নং ধারায় সাম্যের অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে। 14-18 নং ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলি হল—

14 নং ধারায় বর্ণিত বিষয়

ভারতীয় সংবিধানের 14 নং ধারায় বলা হয়েছে—ভারতের সীমানার মধ্যে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার এবং আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। এই ধারার কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। তা হল—রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল স্বপদে থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা করা যাবে না।

15 নং ধারায় বর্ণিত বিষয়

রাষ্ট্র জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। এই ধারার কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন—15/3 নং ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র শিশু, নারী ও অনগ্রসর শ্রেণির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

16 নং ধারায় বর্ণিত বিষয়

রাষ্ট্র, জাতি/ধর্ম/বর্ণভেদে কোনো নাগরিককে সরকারি চাকরির জন্য অনুপযুক্ত বলে গণ্য করতে পারবে না। আবার এই ধারারও কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। তা হল—রাষ্ট্র অনগ্রসর শ্রেণির জন্য চাকরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারবে।

17 নং ধারায় বর্ণিত বিষয়

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ভারতে অস্পৃশ্যতা দণ্ডনীয় অপরাধ।

18 নং ধারায় বর্ণিত বিষয়

বিশেষ সামাজিক মর্যাদাসূচক খেতাব প্রদান ও তার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই ধারার কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। তা হল—রাষ্ট্র সামরিক ও বিদ্যা বিষয়ক গুণের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতরত্ন, পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী প্রভৃতি খেতাব দিতে পারে।

মূল্যায়ন: ভারতে অর্থনৈতিক সাম্য অস্বীকৃত। মার্কসবাদীরা বলেন অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া সকলপ্রকার সাম্য অর্থহীন।

প্রশ্ন 11 **ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত স্বাধীনতার অধিকারটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।**

উত্তর

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত স্বাধীনতার অধিকার

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত স্বাধীনতার অধিকার হল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার। ভারতীয় সংবিধানের 19-22 নং ধারায় স্বাধীনতার অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত এই বিষয়গুলি হল—

19 নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকার

19 নং ধারায় বলা হয়েছে—

[1] বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা।

[2] শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার।

[3] সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার।

[4] ভারতের যে-কোনো অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বসবাস ও চলাফেরা করার অধিকার।

[5] যে-কোনো বৃত্তি, ব্যাবসাবাণিজ্য করার অধিকার। রাষ্ট্র এই অধিকারের উপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। যেমন—ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি রক্ষা, শ্লীলতা ও নৈতিকতা রক্ষা, মানহানি প্রতিরোধ, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র এই অধিকারের উপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

20নং ধারায় বর্ণিত বিষয়

20 নং ধারায় বর্ণিত বিষয় বা অধিকারগুলি হল—

[1] আইনভঙ্গের অপরাধে কোনো ব্যক্তিকে কেবল প্রচলিত আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া যাবে।

[2] একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না।

21নং ধারায় বর্ণিত বিষয়

আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনোভাবে কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

22নং ধারায় বর্ণিত বিষয়

22 নং ধারায় বর্ণিত বিষয় বা অধিকারগুলি হল—

[1] যুক্তিসম্মত কারণ না দেখিয়ে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যাবে না।

[2] গ্রেফতারের 24 ঘণ্টার মধ্যে সেই ব্যক্তিকে জেলাশাসকের আদালতে উপস্থিত করাতে হবে। বিচারপতির অনুমতি ছাড়া তাকে আটক রাখা যাবে না।

[3] আটক ব্যক্তিকে উকিলের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

মূল্যায়ন: স্বাধীনতার অধিকারগুলি অবাধ বা নিয়ন্ত্রণহীন নয়। কিন্তু নিয়ন্ত্রণগুলি যুক্তিসংগত হতে হবে।

প্রশ্ন 12 **ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করো।**
***অথবা,* ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত পাঁচপ্রকার লেখ সংক্ষেপে আলোচনা করো।**

উত্তর

ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার

ভারতীয় সংবিধানের 32নং ধারায় সাংবিধানিক প্রতিবিধানের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এই ধারা অনুসারে মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা ও বলবৎ করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করতে পারেন। সুপ্রিমকোর্ট আবেদনটি বিচার করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পাঁচপ্রকার লেখ জারি করতে পারে। এই পাঁচপ্রকার লেখ হল—

[1] **বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ:** এই আদেশ অনুসারে সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট আটক ব্যক্তিকে সশরীরে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিতে পারে। আটক বিধিসম্মত না হলে আদালত মুক্তির নির্দেশ দিতে পারে। এই প্রকার লেখের কিছু ব্যতিক্রম আছে, তা হল—আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলে আদালত লেখ জারি করতে পারে না।

[2] **পরমাদেশ:** আদালত এই আদেশের মাধ্যমে সরকার, ব্যক্তিপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সর্বসাধারণের দায়িত্বযুক্ত কর্তৃপক্ষকে তার কর্তব্য পালনের নির্দেশ প্রদান করে। এই প্রকার লেখের ব্যতিক্রম হল—রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে আদালত পরমাদেশ জারি করতে পারে না।

[3] **প্রতিষেধ:** উর্ধ্বতন আদালত নিম্ন আদালতগুলিকে নিজ সীমার মধ্যে কাজ করতে নির্দেশ দিয়ে এই লেখ জারি করতে পারে। প্রতিষেধ একমাত্র আদালতের বিরুদ্ধে জারি করা যায়। এই নির্দেশ লঙ্ঘন করলে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হবে।

[4] **অধিকার পৃচ্ছা:** আইনসংগতভাবে কোনো বিশেষ পদে নিযুক্ত না হয়েও কোনো ব্যক্তি সেই পদ দাবি করলে তার দাবির বৈধতা বিচারের জন্য সুপ্রিমকোর্ট অথবা হাইকোর্ট এই লেখ জারি করতে পারে। কেবল সরকারি পদের ক্ষেত্রে অধিকার পৃচ্ছা প্রযুক্ত হয়।

[5] **উৎপ্রেষণ:** নিম্ন আদালত এক্তিয়ার বহির্ভূত বিষয়ের বিচার করলে ওই মামলা উর্ধ্বতন আদালত স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিতে পারে এবং এক্তিয়ার বহির্ভূত সিদ্ধান্তকে বাতিল করতে পারে।

মূল্যায়ন: সুতরাং, লেখগুলি নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন 13 ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত শোষণের বিরুদ্ধে মৌলিক অধিকারটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত শোষণের বিরুদ্ধে মৌলিক অধিকার

শোষণ, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা প্রভৃতি গণতন্ত্রের মূল আদর্শকে বিনষ্ট করে। মানবিকতার বিরোধী ও শোষণমুক্ত আদর্শ সমাজ গঠনই ভারতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভারতীয় সংবিধানের 23 এবং 24 নং ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটি সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলি হল—

23(1) এর ধারায় বর্ণিত বিষয়

মানুষকে নিয়ে ব্যাবসা, মানুষ ক্রয়বিক্রয়, বিনা মজুরিতে ও বলপূর্বক শ্রমদানে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। নীতিবহির্ভূত উদ্দেশ্যে নারী, শিশু ক্রয়বিক্রয় করা যাবে না। দাস হিসেবে কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়বিক্রয় করা যাবে না। এই ধারার কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। তা হল—[1] জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্র প্রয়োজন মনে করলে জনস্বার্থে জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সমস্ত নাগরিককেই শ্রমদানে বাধ্য করতে পারে। [2] পরিস্থিতি বিচারে রাষ্ট্র সামরিক শিক্ষাগ্রহণ ও সমাজসেবার কাজকে বাধ্যতামূলক করে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

24 নং ধারায় বর্ণিত বিষয়

14 বছরের কম বয়সি কোনো শিশুকে খনি, কারখানা বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

মূল্যায়ন: ভারতে অর্থনৈতিক সাম্য স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই শ্রমিক ও কৃষকদের শোষণ আজও অব্যাহত আছে। দারিদ্র্যের কারণে শিশুশ্রম আজও লক্ষ করা যায়। তাই এই অধিকারটি ভারতে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা উচিত।

প্রশ্ন 14 ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক অধিকারটি সংক্ষেপে লেখো।

উত্তর

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক অধিকার

শিক্ষা গণতন্ত্রের ভিত্তি এবং সংস্কৃতি মানবসভ্যতার ভিত্তি। শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষ গণতন্ত্রের আদর্শ নাগরিক হয়ে ওঠে। ভারতীয় সংবিধানে 29 এবং 30 নং ধারায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক অধিকারটি বর্ণনা করা হয়েছে।

29 নং ধারায় বর্ণিত বিষয়

সকল ভারতীয় নাগরিককে ভারতের যে-কোনো অঞ্চলের ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। সরকারি বা আধা-সরকারি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতিধর্মবর্ণভাষানির্বিশেষে সকল নাগরিকদের ভরতির অধিকার থাকবে।

30 নং ধারায় বর্ণিত বিষয়

সংখ্যালঘুদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসন সংরক্ষিত করা যাবে না। রাষ্ট্র কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সর্বদা সমতা বজায় রাখবে। যদি রাষ্ট্র কোনো সংখ্যালঘু শ্রেণির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা তার সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে চায় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

মূল্যায়ন: শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকারটিকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটিকে উজ্জ্বল করা হয়েছে এবং গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করা হয়েছে।

প্রশ্ন 15 ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলি লেখো।

উত্তর

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য

ভারতীয় সংবিধান রচনার সময় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ করা ছিল না। 1976 খ্রিস্টাব্দে 42তম সংবিধান সংশোধনের ফলে সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে 51নং উপধারায় 10টি মৌলিক কর্তব্য সংযোজন করা হয়েছে। আবার, 2002 খ্রিস্টাব্দে 86তম সংবিধান সংশোধন করে নতুন একটি কর্তব্য যোগ করা হয়েছে। ভারতীয় নাগরিকদের 11টি মৌলিক কর্তব্য হল—

[1] সংবিধান মান্য করা ও সাংবিধানিক আদর্শ, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

[2] স্বাধীনতা সংগ্রামের সুমহান আদর্শগুলি সযত্নে সংরক্ষণ ও অনুসরণ করা।

[3] ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করা।

[4] দেশ রক্ষা ও জাতীয় সেবামূলক কাজের আহবানে সাড়া দেওয়া।

[5] ধর্মগত, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণিগত ভিন্নতার উর্ধ্বে উঠে জাতীয় জনগণের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ ও নারীর মর্যাদাহানিকর প্রথার বিলোপ করা।

[6] জাতীয় মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্য দান ও সংরক্ষণ করা।

[7] বনভূমি, হ্রদ, নদনদী ও বন্যপ্রাণীসমূহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং জীবন্ত প্রাণীদের প্রতি মমত্ববোধ পোষণ করা।

[8] বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবিকতা, অনুসন্ধিৎসা এবং সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রস্তাব সাধন করা।

[9] সরকারি সম্পত্তি সংরক্ষণ ও হিংসা বর্জন করা।

[10] ক্রমবর্ধমান জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কার্যে উৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা করা।

[11] 6-14 বছর বয়সি বালক-বালিকাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের কর্তব্য।

মূল্যায়ন: ভারতীয় নাগরিকগণ যদি তার মৌলিক কর্তব্যগুলি পালন না করে তবে আদালত তার উপর কোনো ব্যবস্থা নিতে বা শাস্তি দিতে পারে না। এই কর্তব্যগুলি পালন ব্যক্তির সৎ ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

বিভাগ গ

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 2

1 মানবাধিকার কাকে বলে? কবে রাষ্ট্রসংঘের সনদে মানবাধিকার ঘোষণা করা হয়েছে?

উত্তর ▶ যে সকল অধিকার পৃথিবীর সকল মানুষ, জাতিধর্মবর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে একমাত্র মানুষ হওয়ার জন্যই জন্মসূত্রে সমানভাবে ভোগ করার নৈতিক অধিকারী, সেই সকল অধিকারকে বলা হয় মানবাধিকার।

▶ 1948 খ্রিস্টাব্দের 10 ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সনদে 30টি ধারায় মানবাধিকার ঘোষণা করা হয়েছে।

2 মানবাধিকারের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

উত্তর ▶ মানবাধিকারের দুটি বৈশিষ্ট্য হল—[1] মানবাধিকার অর্জিত নয়, জন্মগত। তাই তা কোনো ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের দয়ার দান নয়। ফলে এটি হরণের কারও কোনো অধিকার নেই। [2] মানবাধিকার সার্বিক ও সর্বজনীন। অর্থাৎ স্থান, কাল, পাত্র, রাষ্ট্র, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের মানবাধিকারের উপর সমান অধিকার রয়েছে।

3 রাষ্ট্রসংঘের সনদে স্বীকৃত দুটি মানবাধিকার লেখো।

উত্তর ▶ রাষ্ট্রসংঘের সনদে স্বীকৃত দুটি মানবাধিকার হল—[1] প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনভাবে বাঁচার ও নিরাপদে থাকার অধিকার আছে, [2] আইনের দ্বারা মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার সর্বত্র সব মানুষের আছে।

4 মানবাধিকার স্বীকারের প্রয়োজন কী?

উত্তর ▶ বিশ্বের লক্ষ্য বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা। মানবগোষ্ঠীর প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত মর্যাদা ও প্রত্যেকের সমান অধিকারসমূহের স্বীকৃতির উপর নির্ভর করছে পৃথিবীতে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা। তাই পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য মানবাধিকার স্বীকারের প্রয়োজন।

5 প্রাকৃতিক আইন কাকে বলে?

উত্তর ▶ প্রাক্-সামাজিক যুগে আত্মসংরক্ষণমূলক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক নিয়মকানুনের সমষ্টি হল প্রাকৃতিক আইন।

যেমন—আত্মসংরক্ষণের জন্য মানুষের যে-কোনো কাজ করার স্বাধীনতা হল প্রাকৃতিক আইন।

6 প্রাকৃতিক অধিকার কাকে বলে?

উত্তর ▶ হবসের মতে প্রাকৃতিক অধিকার হল আত্মসংরক্ষণের প্রয়োজনে ব্যক্তির যে-কোনো কাজের অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতামূলক, নাশকতামূলক, অপহরণমূলক, হত্যামূলক কাজের স্বাধীনতা।

7 প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর ▶ প্রাকৃতিক আইন হল সংহতিমূলক উপায় যা 'জোর যার মুলুক তার' এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অপরপক্ষে, প্রাকৃতিক অধিকার সংহতিবিনাশী। এই অধিকারের জন্য প্রকৃতি রাজ্যে মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, হত্যা লেগেই থাকত।

8 স্বাভাবিক অধিকার কাকে বলে?

উত্তর ▶ যে অধিকার মানুষ জন্মসূত্রে অর্জন করে, যে অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের প্রয়োজন নেই, যে অধিকারের উপর রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না, যা স্বাভাবিক, অপরিহার্য, চিরন্তন ও অবাধ সেই অধিকারকে বলা হয় স্বাভাবিক অধিকার।

9 হবসের মতে স্বাভাবিক অধিকার কী?

উত্তর ▶ হবসের মতে স্বাভাবিক অধিকার হল প্রত্যেকের নিজস্ব ধারণা অনুসারে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে যা খুশি করার অবাধ স্বাধীনতা।

10 লকের মতে স্বাভাবিক অধিকার কী?

উত্তর ▶ লকের মতে মানুষ স্বাভাবিক অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার হল মানুষের স্বাভাবিক অধিকার। রাষ্ট্র সৃষ্টির ফলে এই স্বাভাবিক অধিকারের কোনো ক্ষতি হয় না।

11 রুশোর মতে স্বাভাবিক অধিকার কী?

উত্তর ▶ রুশোর মতে মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন। কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলাবদ্ধ। স্বাভাবিক অধিকার হল সমষ্টিগত ইচ্ছা (General Will)। এই সমষ্টিগত ইচ্ছাই হল জীবন ও স্বাধীনতা।

12 টমাস পেইনের মতে স্বাভাবিক অধিকার কী?

উত্তর ▶ টমাস পেইনের মতানুসারে স্বাভাবিক অধিকার হল স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার ও অত্যাচার প্রতিরোধের অধিকার।

13 বেন্থামের মতে স্বাভাবিক অধিকার কী?

উত্তর ▶ বেন্থাম স্বাভাবিক অধিকার বলতে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগসুবিধাকে বুঝিয়েছেন। ব্যক্তিত্ববিকাশের স্বাধীনতা হল মানুষের মৌলিক বা স্বাভাবিক অধিকার।

14 মৌলিক অধিকার কাকে বলে?

উত্তর ▶ মৌলিক অধিকার হল নাগরিকদের এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার যেগুলি ব্যতিরেকে ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে না এবং এগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত থাকে। নাগরিকদের এই অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য।

15 মৌলিক অধিকারের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

উত্তর ▶ মৌলিক অধিকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল—[1] মৌলিক অধিকারগুলি নাগরিকদের জন্য অপরিহার্য কেন-না এগুলি ছাড়া ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে না। [2] মৌলিক অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত, সংরক্ষিত এবং আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য।

16 ভারতীয় সংবিধানে কতপ্রকার মৌলিক অধিকার স্বীকার করা হয়েছে ও কী কী?

উত্তর ▶ ভারতীয় সংবিধানে 6 প্রকার মৌলিক অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। এগুলি হল—[1] সাম্যের অধিকার, [2] স্বাধীনতার অধিকার, [3] শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, [4] ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, [5] শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার, [6] শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

17 ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কাকে বলে?

উত্তর ▶ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মকে স্বীকৃতি বা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এরূপ রাষ্ট্রে সকল ধর্মকে সমান মর্যাদা প্রদান করা হয় এবং কোনো বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা না দিয়ে যে-কোনো ধর্মগ্রহণ, পালন এবং প্রচারের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ মত পোষণ করা হয়।

18 ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলি কীভাবে সংশোধন করা যায়?

উত্তর ▶ ভারতীয় সংবিধানের 368নং ধারা অনুসারে সংসদের উভয় কক্ষে উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে মৌলিক অধিকারগুলি সংশোধন করা যায়।

19 মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ করার জন্য সুপ্রিমকোর্ট কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে?

উত্তর ▶ মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ করার জন্য ভারতের সুপ্রিমকোর্ট পাঁচপ্রকার লেখ বা আদেশ জারি করতে পারে। এগুলি হল—[1] বন্দিপ্রত্যক্ষীকরণ, [2] পরমাদেশ, [3] প্রতিষেধ, [4] অধিকারপৃচ্ছা, [5] উৎপ্রেষণ।

20 বন্দিপ্রত্যক্ষীকরণ লেখ কী?

উত্তর ▶ বন্দিপ্রত্যক্ষীকরণ লেখ অনুসারে সুপ্রিমকোর্ট বন্দিকে সশরীরে আদালতে হাজির করার নির্দেশ আটককারী কর্তৃপক্ষকে দিতে পারে। এই আটক বিধিসম্মত না হলে আদালত অভিযুক্তকে বা বন্দিকে মুক্তিদানের নির্দেশ দিতে পারে।

21 পরমাদেশ লেখ কী?

উত্তর ▶ পরমাদেশের অর্থ হল 'আমরা আদেশ করছি'। এই লেখ জারি করে সুপ্রিমকোর্ট কোনো অধস্তন আদালত, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারকে আইনমাফিক ও জনস্বার্থ সম্পর্কিত কর্তব্য পালনে বাধ্য করতে পারে। অবশ্য রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্ট পরমাদেশ জারি করতে পারে না।

22 প্রতিষেধ লেখ কী?

উত্তর ▶ প্রতিষেধের অর্থ হল 'নিষেধ করা'। সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট এই আদেশ জারি করে অধস্তন আদালতকে এক্তিয়ার বহির্ভূত বিষয়ে বিচার প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে নিষেধ করতে পারে।

23 অধিকারপৃচ্ছা লেখটি কী?

উত্তর ▶ কোনো বিশেষ সরকারি পদে নিযুক্ত বা আসীন নয় এমন ব্যক্তি সেই পদের দাবি করলে আইনসম্মত-ভাবে ওই দাবির বৈধতা বিচারের জন্য আদালত অধিকারপৃচ্ছা লেখটি জারি করতে পারে।

24 উৎপ্রেষণ লেখটি কী?

উত্তর ▶ উৎপ্রেষণ লেখ অনুসারে অধস্তন আদালত এক্তিয়ার বহির্ভূত বিষয়ের বিচার করলে ওই মামলা সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট উর্ধ্বতন আদালতে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিতে পারে এবং এক্তিয়ার বহির্ভূত সিদ্ধান্তকে বাতিল করতে পারে।

25 ভারতীয় সংবিধান অনুসারে সম্পত্তির অধিকার কি মৌলিক অধিকার?

উত্তর ▶ ভারতের মূল সংবিধানে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকার করা হয়েছিল। কিন্তু 1978 খ্রিস্টাব্দের 44তম সংবিধান সংশোধনীতে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

26 রাষ্ট্র মৌলিক অধিকারের উপর কখন হস্তক্ষেপ করতে পারে?

উত্তর ▶ জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে রাষ্ট্র মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে।

27 সাধারণ অধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর ▶ সাধারণ অধিকার আইনসভা প্রণীত আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হয় এবং সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে আইনসভা সহজে পরিবর্তন করতে পারে।

অপরপক্ষে, মৌলিক অধিকার সাংবিধানিক আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় পদ্ধতিতে কেবল মৌলিক অধিকার পরিবর্তন করা যায়।

28 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' কথাটির অর্থ কী?

উত্তর ▶ 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' কথাটির অর্থ হল ভারতের কোনো নাগরিকই আইনের উর্ধ্বে নয়, সকলেই আইন মানতে বাধ্য।

29 ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত দুটি ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার লেখো।

উত্তর ▸ ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত দুটি ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার হল—[1] 25/1 নং ধারায় প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের ধর্মগ্রহণ, ধর্ম প্রচার ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে। [2] 26 নং ধারায় বলা হয়েছে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি ধর্মের জন্য সংস্থা স্থাপন, সম্পত্তি অর্জন ও ভোগদখল করতে পারবে।

30 শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর ধর্মীয় স্বাধীনতার বিধিনিষেধ কি?

উত্তর ▸ 28 নং ধারাতে বলা হয়েছে, সম্পূর্ণরূপে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্ম বিষয়ক শিক্ষা দান করা যাবে না।

31 ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারটি কি অবাধ?

উত্তর ▸ ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারটি অবাধ নয়। কেন-না রাষ্ট্র জনশৃঙ্খলা, নীতিবোধ, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনে এই অধিকারের উপর যুক্তিসম্মত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

32 ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত সাম্যের অধিকারের দুটি ধারা উল্লেখ করো।

উত্তর ▸ ভারতীয় সংবিধানে কয়েকটি ধারায় সাম্যের অধিকার বর্ণিত হয়েছে। এদের মধ্যে দুটি হল—[1] 14 নং ধারা অনুসারে ভারতের সীমানার মধ্যে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার এবং আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। [2] 15 নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্র, জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না।

33 কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ভারতে সরকারি চাকরিতে সমানাধিকার নীতিটি অনুসরণ করা হয় না?

উত্তর ▸ ভারতীয় সংবিধানের 16 নং ধারাতে সরকারি চাকরিতে সকলের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্র তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণির জন্য চাকরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। এ ছাড়াও চাকরির ক্ষেত্রে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষিত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সমানাধিকার নীতিটি অনুসৃত হয় না।

34 ভারতীয় সংবিধান অনুসারে উপাধিগ্রহণ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

উত্তর ▸ ভারতীয় সংবিধানের 18 নং ধারা অনুসারে বিশেষ সামাজিক মর্যাদাসূচক খেতাব প্রদান ও তার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্র সামরিক ও বিদ্যা বিষয়ক গুণের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতরত্ন, পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী প্রভৃতি খেতাব দিতে পারে।

35 কোন্ কোন্ কারণে রাষ্ট্র বাক্‌স্বাধীনতার উপর যুক্তিসম্মত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে?

উত্তর ▸ রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ও অখণ্ডতা রক্ষা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা রক্ষা, অশালীনতা বা অসদাচরণ নিবারণ, মানহানি নিবারণ, আদালত অবমাননা প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্র বাক্‌স্বাধীনতার উপর যুক্তিসম্মত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

36 সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকারটি কী?

উত্তর ▸ ভারতীয় সংবিধানের 19 নং ধারায় সংঘ ও সমিতি গঠনের মৌলিক অধিকারটি স্বীকৃত হয়েছে। তবে ভারতের সার্বভৌমিকতা, নৈতিকতা, জনশৃঙ্খলা ও জনস্বার্থ রক্ষার জন্য এই অধিকারের উপর রাষ্ট্র যুক্তিসম্মত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

37 শাস্তি সংক্রান্ত বিষয়ে মৌলিক অধিকারটি কী?

উত্তর ▸ ভারতীয় সংবিধানের 20 নং ধারায় বলা হয়েছে আইনভঙ্গের অপরাধে কোনো ব্যক্তিকে কেবল প্রচলিত আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া যাবে এবং একই অপরাধের জন্য একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না।

38 গ্রেফতার বিষয়ে ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারটি কী?

উত্তর ▸ ভারতীয় সংবিধানের 24 নং ধারায় বলা হয়েছে যুক্তিসম্মত কারণ না দেখিয়ে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যাবে না। গ্রেফতারের 24 ঘণ্টার মধ্যে তাকে জেলাশাসকের আদালতে উপস্থিত করতে হবে। তাঁর অনুমতি ছাড়া ওই ব্যক্তিকে আটক রাখা যাবে না। আটক ব্যক্তিকে উকিলের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

39 ভারতীয় সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটি কী?

উত্তর ▸ সংবিধানের 23/1 নং ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারে বলা হয়েছে মানুষকে নিয়ে ব্যাবসা এবং মানুষ ক্রয়বিক্রয় করা যাবে না। বিনা মজুরিতে ও বলপূর্বক শ্রমদানে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। নারী ও শিশু ক্রয়বিক্রয়, শিশুশ্রম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

40 ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক অধিকারটি কী?

উত্তর ▸ ভারতীয় সংবিধানের 29 নং ধারায় বলা হয়েছে সরকারি বা আধা-সরকারি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতিধর্মবর্ণ এবং ভাষানির্বিশেষে সকল নাগরিকদের ভরতির অধিকার থাকবে। 30 নং ধারায় বলা হয়েছে সংখ্যালঘুদের নিজেদের পছন্দ অনুসারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

41 ভারতীয় সংবিধানে কয়টি মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ আছে? যে-কোনো দুটি মৌলিক কর্তব্য লেখো।

উত্তর ▸ ভারতীয় সংবিধানে 11টি মৌলিক কর্তব্য লিপিবদ্ধ আছে।

▸ দুটি মৌলিক কর্তব্য হল—[1] সংবিধান মান্য করা ও সাংবিধানিক আদর্শ, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, [2] সরকারি সম্পত্তি সংরক্ষণ ও হিংসা বর্জন করা।

42 86তম সংবিধান সংশোধন করে অভিভাবক বা পিতা-মাতার জন্য কোন্ কর্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে?

উত্তর ▸ 2002 খ্রিস্টাব্দের 86 তম সংবিধান সংশোধনে বলা হয়েছে, 6-14 বছর বয়সি বালক-বালিকাদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের কর্তব্য।

43 সংবিধানের 19 নং ধারায় স্বীকৃত স্বাধীনতার অধিকারটি কী?

উত্তর ▸ ভারতীয় সংবিধানের 19 নং ধারায় কয়েকটি স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এগুলি হল—[1] বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, [2] শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার, [3] সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার, [4] ভারতের যে-কোনো অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বসবাস করার ও চলাফেরা করার অধিকার, [5] যে-কোনো বৃত্তি, ব্যাবসাবাণিজ্য করার অধিকার।

44 ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে সার্বভৌম বলা হয়েছে কেন?

উত্তর ▸ ভারত স্বাধীন। তাই ভারত সার্বভৌম। ভারত কোনো বহিঃশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। তাই ভারত বাহ্যিক দিক থেকে সার্বভৌম। আবার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারতের আইনই চূড়ান্ত। তাই ভারত অভ্যন্তরীণ দিক থেকেও সার্বভৌম।

45 ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটির অর্থ কী?

উত্তর ▶ ভারতকে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার কথা ঘোষিত হয়েছে। সমাজতন্ত্র বলতে উৎপাদনের উপকরণগুলির ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং উৎপাদিত সম্পদের সমবন্টনকে বোঝায়। ভারতে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে 'মিশ্র অর্থনীতির' মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাওয়া হয়েছে।

46 প্রস্তাবনায় ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করা হয়েছে কেন?

উত্তর ▶ ভারতীয় সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকার করা হয়েছে। তাই প্রস্তাবনায় ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করা হয়েছে।

47 প্রস্তাবনায় ভারতকে গণতান্ত্রিক দেশরূপে ঘোষণা করা হয়েছে কেন?

উত্তর ▶ সংবিধান রচনাকালে রচয়িতাগণ আশা করেছিলেন যে, ভারতে রাজনৈতিক সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—গণতন্ত্রের এই তিনটি আদর্শই বাস্তবে রূপায়িত হবে। জনগণই নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করবে। তাই প্রস্তাবনায় ভারতকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

48 প্রস্তাবনায় ভারতকে সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করা হয়েছে কেন?

উত্তর ▶ ভারতে কোনো সাংবিধানিক পদ উত্তরাধিকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত নয়। রাষ্ট্রপতিও পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তাই প্রস্তাবনায় ভারতকে সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

49 ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার গুরুত্ব কী?

উত্তর ▶ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সংবিধানের আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। সংবিধানের কার্যকরী অংশের কোনো শব্দের অর্থ বা বাক্যের অর্থ অস্পষ্ট থাকলে প্রস্তাবনার সাহায্যে তা পরিষ্কার করে নেওয়া যায়। সুতরাং, সংবিধানের অস্পষ্টতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে প্রস্তাবনার গুরুত্ব অপরিসীম।

50 আইনগত অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর ▶ আইনগত অধিকারগুলি সর্বজনীন নয়। কেন-না এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন—ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে কিন্তু পাকিস্তানে ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই।

অপরপক্ষে, মানবাধিকারগুলি সর্বজনীন। কেন-না এই অধিকারগুলি পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সকল মানুষের সমান অধিকার।

51 স্বাভাবিক অধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর ▶ স্বাভাবিক অধিকার মানুষ জন্মসূত্রে অর্জন করে। এই অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

অপরপক্ষে, মৌলিক অধিকার অর্জিত। তাই এই অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের প্রয়োজন আছে।

52 স্বাভাবিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর ▶ স্বাভাবিক অধিকার মানুষ জন্মসূত্রে অর্জন করে। তাই এই অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

অপরপক্ষে, মানুষ হওয়ার জন্যই জনগণ জন্মসূত্রে মানবাধিকার অর্জন করে। কিন্তু এই অধিকারের ক্ষেত্রে তা আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

53 মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর ▸ [1] মৌলিক অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হতে হবে।
অপরপক্ষে, মানবাধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত নাও হতে পারে। তবে আন্তর্জাতিক সংস্থা রাষ্ট্রসংঘের দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হতে হবে।
[2] মৌলিক অধিকার সর্বজনীন নয়। কেন-না রাষ্ট্রভেদে মৌলিক অধিকার ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। অপরপক্ষে, মানবাধিকার সর্বজনীন। কেন-না পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সকল মানুষ সমানভাবে মানবাধিকার ভোগ করার নৈতিক অধিকারী।

54 স্বাভাবিক অধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে সম্বন্ধ কী?

উত্তর ▸ স্বাভাবিক অধিকারগুলি যখন রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয় তখন তা মৌলিক অধিকারের সম্মানে ভূষিত হয়। তাই স্বাভাবিক অধিকারকে মৌলিক অধিকারের ভিত্তি বলা হয়।

55 স্বাভাবিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে সম্বন্ধ কী?

উত্তর ▸ স্বাভাবিক অধিকারগুলি যখন আন্তর্জাতিক সংস্থা রাষ্ট্রসংঘের দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয় তখন তা মানবাধিকার পর্যায়ে উন্নীত হয়। তাই স্বাভাবিক অধিকার হল মানবাধিকারের ভিত্তি।

56 মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে সম্বন্ধ কী?

উত্তর ▸ মৌলিক অধিকারগুলি মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সকল মানবাধিকার মৌলিক অধিকার নয়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকারকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়ে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

57 বর্তমানে বিশ্বে মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য কোন্ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

উত্তর ▸ রাষ্ট্রসংঘের সনদে 30টি ধারায় মানবাধিকার ঘোষিত ও সংরক্ষিত হয়েছে। মানবাধিকার যাতে লঙ্ঘিত না হয় তা লক্ষ রাখার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রে 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন' ও প্রত্যেক রাজ্যে 'রাজ্য মানবাধিকার কমিশন' গঠন করা হয়েছে।

58 কয়েকটি আইনগত অধিকারের নাম লেখো।

উত্তর ▸ কয়েকটি আইনগত অধিকার হল—[1] রাজনৈতিক অধিকার, [2] পৌর অধিকার, [3] অর্থনৈতিক অধিকার।

59 সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ কাকে বলে?

উত্তর ▸ 1948 খ্রিস্টাব্দের 10 ডিসেম্বর মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্রই রাষ্ট্রসংঘে 30টি ধারায় সনদে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই সনদই হল সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ।

K. C. College Library
Acc. No. 38624
Call No.
100 RAT/B Central Library
KCC-38624
Krishna Chandra College Central Library Hetampur, Birbhum